রেজিস্টার্ড নং- ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ২, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ এপ্রিল ২০১২ ইং

নং- ০৬(আঃম) (লেঃস)(মুঃপ্রঃ)-আইন অনুবাদ-২০১২-সরকারি কার্য্ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্য্বন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ০৩-০৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯ এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব

(৩৬২৪৯)
মূল্যঃ টাকা ১০.০০

[ইংরেজীতে প্রণীত এবং জানুয়ারী ২০০৭ পর্যন্ত সংশোধিত আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ]

পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯

১৯৩৯ সনের ১৫ নং আইন

ইস্যু নং-৬ [অক্টোবর ১২, ১৯৩৯]

বাংলাদেশে সেচ এবং মৎস্যচাষের উদ্দেশ্যে পুকুর উন্নয়নের জন্য বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশে সেচ ও মৎস্যচাষের উদ্দেশ্যে পুকুর উন্নয়নের জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাক্তি ও প্রবর্তন।-(১) এই আইন [১][***]পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে এলাকায় এবং তারিখ হইতে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সঙ্গা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

[২][(ক১) “কৃষিজমি” অর্থে সবিজ বা অনুরূপ ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমি, এবং তদুপরি চাষযোগ্য পতিত জমিও অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু ফল বাগান, অরচার্ড কিংবা ফলবাগান এর অর্ন্তভূক্ত হইবে না।

(১) ‘‘ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি’’ অর্থ কালেক্টর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি বা অন্য যে-কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের বিধানাবলীর অধীন পুকুরের দখল গ্রহণ করেন, এবং এইরূপ ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণও (successors-in-interest)ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) ‘‘কালেক্টর’’ অর্থে [৩][উপজেলা নির্বাহী অফিসার] এবং এই আইনের অধীনে সকল বা যেকোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্য কোন কর্মকর্তা অর্ন্তভূক্ত হইবে;

(৩) ‘‘সমবায় সমিতি’’ অর্থ [৪][***] সমবায় সমিতি আইন, ১৯৪০ এর অধীনে নিবন্ধিত সমিতি];

১. বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন)অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।
২. ইষ্টবেঙ্গল লজ (সংশোধন এন্ড রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৪৯ সনের ৫ নং ইস্ট বেঙ্গল আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা দফা (ক১) সন্নিবেশিত।
৩. পুকুর উন্নয়ন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৩নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।
৪. বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন)অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

(৪) ''পরিত্যক্ত পুকুর'' অর্থ এই আইনের ধারা ৪ -এর অধীনে ঘোষিত পরিত্যক্ত পুকুর;

(৫) ''দখলের মেয়াদ'' অর্থ এই আইনের ধারা ৫ বা ৬ অনুসারে পুকুরের প্রথম দখল গ্রহণের সময় হইতে ধারা ২১ অনুসারে পূর্ব অবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়ার সময় পর্যন্ত সময়কাল;

[৫][(৫ক) ''পুকুর নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি'' অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি যিনি সীমিত সময়ের জন্য পুকুর নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যাহার পুকুর সংশ্লিষ্ট স্বার্থ হস্তান্তরযোগ্য নহে;]

(৬) ''নির্ধারিত'' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(৭) ''পুকুর'' অর্থ জলাধার, বা পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার হিসাবে ব্যবহৃত যেকোন স্থান যাহা খননের বা এক বা একাধিক পাড় নির্মাণের দ্বারা সৃষ্ট অথবা যেখানে পানি প্রাকৃতিকভাবে সঞ্চিত হয়, এবং পাড়ের বসতভিটা, বাগান বা অরচার্ড ভূমি ব্যতীত পুকুরের কোন অংশ এবং পাড় উহার অন্তর্ভুক্ত।

৩। কালেক্টর কর্তৃক নির্দিষ্ট পুকুরের উন্নয়নের জন্য অধিযাচন (Requistition)।- যদি কালেক্টরের মতে কোন পুকুর সংস্কারবিহীন (disrepair) বা ব্যবহৃত থাকে উহা হইলে তিনি নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে পুকুর নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিকে সেচ ও মৎস্য চাষের উদ্দেশ্যে উক্ত পুকুরের উন্নয়নের জন্য যে প্রয়োজন মনে করিবেন নোটিশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উক্ত পুকুর সেইরূপ উন্নয়নের জন্য নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪। পরিত্যক্ত পুকুর ঘোষণা।- (১) যদি ধারা ৩ -এ উল্লেখিত উন্নয়ন কার্য, কালেক্টরের সন্তুষ্টি অনুসারে উক্ত ধারার অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, অথবা কালেক্টরের নিকট এতদ্বিষয়ে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উপযুক্ত মনে করিয়া বর্ধিত সময় মঞ্জুর করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে, সম্পাদন করা না হয়, তাহা হইলে কালেক্টর পুকুরের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিকে নোটিশ দ্বারা এবং তদুপরি নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে প্রকাশ করিয়া পুকুরটিকে পরিত্যক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) -এর অধীন জারিকৃত প্রত্যেকটি নোটিশে পরিত্যক্ত পুকুর বলিয়া ঘোষিত পুকুরের চৌহদ্দির বর্ণনা থাকিবে অথবা [৬][রাষ্ট্রীয় অীধগ্রহন ও প্রজাতন্ত্র আইন, ১৯৫০ এর অধ্যায় ৪] এর অধীন চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে (record–of–right) উক্ত পুকুরের জরিপ প্লটের ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ থাকিবে।

(৩) উপধারা (১) -এর অধীনে প্রকাশিত নোটিশের অনুলিপি পুকুরের নিকট প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে, উহার সহিত এই মর্মে এইরূপ বিজ্ঞপ্তি থাকিবে যে, নোটিশ জারির তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে কালেক্টর কর্তৃক কোন আপত্তি গৃহীত হইলে উহা বিবেচনা করা হইবে।

---

১. ইষ্টবেঙ্গল লজ (সংশোধন এন্ড রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৫০ সনের এর ৫ নং ইস্ট বেঙ্গল আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত।
২. বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন)অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৪) উক্ত এক মাসের সময়সীমা অতিক্রান্তের পর, কোন আপত্তি থাকিলে উহা বিবেচনা করিয়া কালেক্টর উক্ত নোটিশ বহাল বা প্রত্যাহার করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীনে প্রকাশিত নোটিশ, যদি না এবং যে পর্যন্ত না উহা প্রত্যাহৃত হয়, উহার সহিত সম্পর্কিত পুকুর এই ধারার অর্থ অনুসারে পরিত্যক্ত পুকুর মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হইবে।

৫। পরিত্যক্ত পুকুর সংক্রান্ত কালেক্টরের ক্ষমতা।- ধারা ৪ -এর অধীন কোন পুকুরকে পরিত্যক্ত পুকুর হিসেবে ঘোষণার নোটিশ জারীর পর কালেক্টর, উপযুক্ত মনে করিলে, যে কোন সময়ে -

(ক) উক্ত পুকুরের দখল গ্রহণ করিয়া ধারা ৩ -এর অধীন জারিকৃত নোটিশে উল্লিখিত উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করিতে পারেন; অথবা

(খ) ধারা ৬ -এর অধীন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি বা যে কোন স্বার্থবান ব্যক্তিকে উক্তরূপ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন।

৬। পরিত্যক্ত পুকুর দখল গ্রহণের উন্নয়ন আদেশ।- (১) কালেক্টরের মতে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সমবায় সমিতি বা অন্য যেকোন ব্যক্তি যাহার পরিত্যক্ত পুকুরের বিষয়ে স্বার্থ রহিয়াছে তিনি, এতদুদ্দেশ্যে কালেক্টরের লিখিত আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত পুকুরের দখল গ্রহণ করিয়া ধারা ৩ -এর অধীন জারিকৃত নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করিবেন।

(২) উপধারা (১) -এর অধীনে আদেশ প্রদানকালে কালেক্টর, পরযাপ্ত কারণ দাখিলে উহা লিখিতভাবে রেকর্ড করিয়া পুকুরটির কোন একক মালিককে বা কোন সহ-অংশিদার মালিকের যিনি উক্ত পুকুরের উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক মর্মে আবেদন দাখিল করিয়াছেন তাহাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন অথবা যৌথভাবে এইরূপ একাধিক সহ-অংশিদারগণের অনুকূলে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) -এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ যেইরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেইরূপ ফরম ও শর্তাধীন হইবে এবং উহাতে নির্ধারিত বিবরণ থাকিবে

[৭][৬ক। পরিত্যক্ত পুকুরের উন্নয়ন কার্য সম্পাদনের জন্য উক্ত পুকুর সংলগ্ন ভূমি দখলের আদেশ।-

(১) যদি কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিত্যাক্ত পুকুরের উন্নয়ন কার্য সম্পাদনের জন্য পুকুর সংলগ্ন ভূমি দখল গ্রহণ প্রয়োজন মনে করে তাহা হইলে তিনি -

(ক) কালেক্টর হইলে, লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত ভূমি দখল করিবেন; এবং

(খ)কালেক্টর না হইলে, উক্ত ভূমি দখলের ক্ষমতা লাভের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে কালেক্টরের নিকট আবেদন করিবেন এবং কালেক্টর আবেদন বিবেচনা করিয়া উন্নয়ন কাজের জন্য উক্ত ভূমির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উক্ত ভূমি দখলের জন্য লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ভূমি দখল গ্রহণের জন্য দখলদার ব্যক্তিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বক্তব্য শ্রবণ করিবার যুক্তিযুক্ত সুযোগ প্রদান না করিয়া এবং উক্তরূপ বক্তব্য প্রদান করা হইলে উহা বিবেচনা ব্যতিরেকে, কালেক্টর উক্তরূপ ভূমির দখল গ্রহণ করিবেন না অথবা কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দখল গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন না।

---

৭. ইষ্টবেঙ্গল লজ (সংশোধন এন্ড রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৫০ সনের এর ৫ নং ইস্ট বেঙ্গল আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত।

(২) উপ-ধারা (১) -এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশে সংশ্লিষ্ট ভূমির চৌহদ্দির অথবা [৪][রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাতন্ত্র আইন, ১৯৫০ এর অধ্যায় ৪ এর অধীন] -চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে এইরূপ ভূমি লইয়া গঠিত জরিপ-প্লটের সংখ্যার উল্লেখ থাকিবে এবং উহা নির্ধারিত ফরমে থাকিবে।]

৭। ধারা ৬ -এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ বাতিলকরণ।- (১) যদি কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি-

(ক) ধারা ৬ -এর অধীনে প্রদত্ত আদেশে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কালেক্টরের সন্তুষ্টি অনুযায়ী পুকুরের উন্নয়ন কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হন, অথবা

(খ) কালেক্টরের মতে যথাযথ যত্ন সহকারে পুকুরের উন্নয়ন কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে উহার সঠিক অবস্থা বজায় রাখিতে ব্যর্থ হন, অথবা

(গ) কালেক্টরের অনুমতিক্রমে বা অনুমতি ব্যতীত পুকুরের দখল অথবা উন্নয়ন কার্য পরিত্যাগ করেন, অথবা

(ঘ) কালেক্টরের মতে পুকুরের বিষয়ে, অথবা পুকুর বা পুকুরের পানি ব্যবহারের অধিকার বা উহার স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিগণ গুরুতরো অবহেলা বা অসদাচরণের জন্য দোষী হন, অথবা

(ঙ) ধারা ২৬ এবং ২৭ -এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হন,

তাহা হইলে কালেক্টর ধারা ৬ এবং ধারা ৬ক -এর উপ-ধারা (১) -এর দফা (খ) -এর অধীন প্রদত্ত যে-কোন আদেশ বাতিল করিতে পারেন, যাহার ফলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুকুরসম্পর্কিত এবং ধারা ৬ক -এর উপ-ধারা (খ) দফার অধীন প্রদত্ত আদেশ বলে দখলে গৃহীত ভূমি সম্পর্কিত সকল অধিকার ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবে, এবং কালেক্টর উক্ত পুকুর এবং উক্ত ভূমির দখল গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা ১ -এর অধীন উল্লেখিত পুকুর এবং ভূমির দখল গ্রহণের পর কালেক্টর উক্ত পুকুরের উন্নয়ন কার্য সম্পাদনের জন্য অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবেন অথবা তিনি স্বয়ং উহা সম্পাদন করিবেন।

৮। অনধিক কুড়ি বছরের জন্য পরিত্যক্ত পুকুর দখলে রাখিতে পারেন এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।- এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন পরিত্যক্ত পুকুর সেই সময়কাল দখল রাখিবার অধিকারী হইবেন যাহা কালেক্টর উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত পুকুরের উন্নয়নে ব্যয়িত খরচের শতকরা [৯][পনের] ভাগ হারে সুদ সহ ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া নির্ধারণ করিবেন, তবে উহা ধারা ৫ বা ধারা ৬ -এর অধীন তৎকর্তৃক উহার দখল গ্রহণের তারিখ হইতে কুড়ি বৎসরের অধিক হইবে না ।

---

৮. বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন)অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৯. পুকুর উন্নয়ন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

তবে শর্ত থাকে যে, কালেক্টর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা স্ব-উদ্যোগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতামত বিবেচনা করিয়া যেকোন সময়ে এই ধারার অধীন তৎকর্তৃক নির্ধারিত দখলের সময়কাল হ্রাস করিতে পারিবেন, অথবা এই ধারায় উল্লিখিত কুড়ি বৎসরের সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যয় বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবেন -

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে উক্ত পুকুরের উন্নয়ন কার্য সম্পাদনে কালেক্টর যে ব্যয় নির্বাহ করিয়াছেন, এবং

(খ) উক্ত পুকুরের উন্নয়ন কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রয়োজনীয় যে ব্যয় নির্বাহ করিয়াছেন,

উহা উক্তরূপে নির্ধারিত দখলের সময়কালের চাইতে কম সময়ে বার্ষিক শতকরা [১০][পনের] ভাগ হারে সুদসহ আদায় করা হইবে, অথবা অনুরূপ সুদসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করা হইবেনা।

৯। কতিপয় শর্তে মালিককে দখলে পুনর্বহাল করা।- ধারা ৮ -এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কালেক্টর স্বেচ্ছাক্রমে উক্ত ধারার অধীনে নির্ধারিত যেকোন সময়ে ধারা ২২ -এ উল্লিখিত স্বত্বলিপিতে উক্ত পুকুরের দখলের অধিকারী হিসেবে যে ব্যক্তির নাম রেকর্ডভূক্ত রহিয়াছে তাহাকে অথবা তাহার উত্তরাধিকারীগণকে দখলে পুনর্বহাল করিতে পারিবেন, যদি-

(ক) ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত পুকুরের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্য সম্পাদনে এবং কালেক্টর এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত পুকুরের জন্য উক্ত সময় পযন্ত যে সকল ব্যয় নির্বাহ করিয়াছেন উহার যে অংশ এই আইন অনুযায়ী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধারা ১৭ -এ উল্লিখিত ফি অথবা ধারা ১৮ -এ উল্লিখিত ইজারার মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি দ্বারা আদায়ের পর অবশিষ্ট থাকে উহা বার্ষিক শতকরা [১১][পনের] ভাগ হারে সুদসহ প্রদান করেন, এবং

(খ) ধারা ৩ -এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত উন্নয়ন কার্যের মধ্যে অবশিষ্ট কার্য কালেক্টরের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে অঙ্গীকার করেন।

[১২][৯ক। পুকুর দখলে রাখিবার সময় উক্ত পুকুর সংলগ্ন ভূমি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক দখলে রাখা।- কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধারা ৬ -এর অধীন দখলে গৃহীত কোন পরিত্যক্ত পুকুর সংলগ্ন ভূমি ততক্ষণ পর্যন্ত দখলে রাখিতে পারিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ধারা ৮ -এর অধীন উক্ত পরিত্যক্ত পুকুরের দখলে থাকিবেন।

---

১০. পুকুর উন্নয়ন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১১. পুকুর উন্নয়ন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১২. ইষ্টবেঙ্গল লজ (সংশোধন এন্ড রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৫০ সনের এর ৫ নং ইস্ট বেঙ্গল আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সংযুক্ত।

৯খ। পরিত্যক্ত পুকুর সংলগ্ন ভূমির দখলে পুনর্বহালকরণ এবং অনুরূপ ভূমির দখল পুনর্গ্রহণ।-

(১) ধারা ৯ক -এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ২২ -এ উল্লিখিত স্বত্বলিপিতে যে ব্যক্তির নাম কোন পরিত্যক্ত পুকুর সংলগ্ন ভূমির দখলের অধিকারী হিসাবে রেকর্ডভূক্ত রহিয়াছে তিনি বা তাহার উত্তরাধিকারীগণ যদি উক্ত পুকুরের দখলের অধিকারী বলিয়া উক্ত ধারায় উল্লিখিত স্বত্বলিপিতে রেকর্ডভূক্ত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কালেক্টর উক্তরূপ ভূমির দখলের অধিকারী হিসাবে রেকর্ডভূক্ত ব্যক্তির বা তাহার উত্তরাধিকারীগণের বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরোধের ভিত্তিত উক্ত পুকুরের প্রয়োজনীয় উন্নয়নকার্য সমাপ্ত হইবার পর যেকোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত ভূমির দখলের অধিকারী বলিয়া উক্তরূপে রেকর্ডভূক্ত ব্যক্তিকে বা তাহার উত্তরাধিকারীগণকে উক্ত ভূমির দখলে পুনর্বহাল করিতে পারেন, উক্ত পুকুরের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখলের অবসান না হওয়া সত্বে এবং এবং যখন উক্ত ভূমির দখল উক্তরূপে পুনর্বহাল হইবে, তখন ধারা ৬ক -এর অধীনে প্রথমে উক্ত ভূমি দখল গ্রহণের পূর্বে উক্ত ভূমির উপর যে সকল অধিকার ছিল সেই সকল অধিকার পুনরুজ্জিবিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে এই ধারার অধীন কালেক্টর, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত, অন্য যে-কোন ব্যক্তি অনুরোধের ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বক্তব্য শ্রবণ করিবার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন এবং বক্তব্য প্রদান করা হইলে উহা বিবেচনা করিবেন।

(২) উপ-ধারা ১ -এর অধীনে যে-ব্যক্তিকে উক্ত ভূমির দখল পুনর্বহাল করা হইয়াছে, তিনি উক্ত ভূমিকে এইরূপে ব্যবহার করিবেন না যাহাতে পরিত্যক্ত পুকুরের পাড় সমূহের ক্ষতি হইতে পারে অথবা সেচকার্যে এবং মৎস্য চাষে উক্ত পুকুরের ব্যবহার বিঘ্নিত করিতে পারে।

(৩) উপধারা ১ -এ উল্লিখিত ব্যক্তি, কালেক্টরের মতে, উক্ত উপধারার বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি -

(ক) লিখিত আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পুনরায় অনুরূপ ভূমির দখল গ্রহণে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, যাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবিলম্বে উহা গ্রহণ করিবেন; অথবা

(খ) তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইলে স্বয়ং লিখিত আদেশ দ্বারা পুনরায় উক্ত ভূমির দখল গ্রহণ করিবেন;

এবং উক্তরূপে পুনরায় উক্ত ভূমির দখল গ্রহণকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত দখল বজায় রাখিবেন, যতক্ষণ তিনি উক্ত পুকুরের দখলে বহাল থাকেন ।

(৪) উপধারা (৩) -এর অধীনে প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশে সংশ্লিষ্ট ভূমির চৌহদ্দির বর্ণনা থাকিবে অথবা [১৩][রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাতন্ত্র আইন- ১৯৫০ এর অধ্যায়-৪] এর অধীনে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে প্রদত্ত এইরূপ ভূমির জরিপ প্লটের ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ থাকিবে এবং উহা নির্ধারিত ফরমে হইবে।

---

১৩. বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন)অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত।

৯গ। **ধারা ৯ -এর অধীন পরিত্যক্ত পুকুরের দখলে পুনর্বহালকরণের সাথে সাথে উক্ত পুকুর সংলগ্ন ভূমির দখলে পুনর্বহালকরণ।-** যখন কালেক্টর ধারা ৯ -এর অধীন কোন পরিত্যক্ত পুকুরের দখল ফেরত প্রদান করেন, তখন একই সময়ে ধারা ৬ক -এর অধীন দখলে গৃহীত কিন্তু ৯খ -এর উপধারা (১) -এর অধীন ইতিমধ্যে দখল ফেরত না দেওয়া অথবা ধারা ৯খ -এর উপধারা (৩) -এর অধীন পুনরায় দখলে গৃহীত পুকুর সংলগ্ন কোন ভূমির দখল ধারা ২২ -এ উল্লিখিত স্বত্বলিপিতে উক্ত ভূমির দখলের অধিকারী বলিয়া রেকর্ডকৃত ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯ -এর অধীন যে ব্যক্তিকে উক্ত পুকুরের দখল পুনর্বহাল করা হয় সেই ব্যক্তি উক্ত স্বত্বলিপিতে উক্ত ভূমির দখলের অধিকারী হিসাবে রেকর্ডভূক্ত ব্যক্তি বা তাহার উত্তরাধিকারী না হইলে উক্ত ভূমির দখলে পুনর্বহাল করা যাইবে না, যতক্ষণ না ধারা ৯ -এর অনুবিধির দফা (খ) -এর অধীন উক্ত পুকুরের উন্নয়নে করণীয়, যদি থাকে, সম্পন্ন না হইয়া থাকে, যদি উক্ত পুকুরের পুর্নদখল যাহাকে প্রদান করা হয় তিনি ঐরূপ ভূমির দখলের অধিকারী হিসাবে রেকর্ডভূক্ত ব্যক্তিকে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে সম্মত হন যাহা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে উক্ত ভূমির দখলে থাকিলে ধারা ১৪ক -এর উপধারা ১ -এর অধীন তাহার দ্বারা তৎকর্তৃক প্রদেয় হইত।

১০। ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি খাজনা বা ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়বদ্ধ নহেন।- এই আইনে স্পষ্ট কোন বিধান না থাকিলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিত্যক্ত পুকুর অথবা ধারা ৬ক -এর অধীন দখলে গৃহীত বা ধারা ৯খ -এর উপধারা ৩ -এর অধীন দখলে পুনর্গৃহীত কোন ভূমি দখলে রাখিবার কারণে কোন খাজনা বা ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়বদ্ধ হইবেন না।

১১। ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখলের কারণে অন্যান্য ব্যক্তির অধিকার বা দায় ক্ষুণ্ন হইবে না।- এই আইনে স্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ বিধান থাকা সত্বেও, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিত্যক্ত পুকুরের বা এই আইনের অধীন পুকুর সংলগ্ন কোন ভূমির দখলের কারণে উল্লিখিত পুকুর বা ভূমি সংক্রান্ত কোন খাজনা গ্রহণে বা প্রদানে অন্য কোন ব্যক্তির অধিকার অথবা দায় অথবা তৎসম্পর্কিত কোন অধিকার বা স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন প্রথমবার উক্ত পুকুরের দখল গ্রহণ করিবার সময়ে কোন ব্যক্তির শুধুমাত্রে উক্ত পুকুরের পানি সেচকার্যে ব্যবহারের অধিকারের কারণে খাজনা প্রদেয় থাকে সেইক্ষেত্রে অনুরূপ দখল গ্রহণের সময় হইতে খাজনা প্রদানের দায় এর অবসান হইবে।

১২। ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মালিককে খাজনা এবং তাহার দখলচ্যুত মালিক ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।-

যেইক্ষেত্রে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন পরিত্যক্ত পুকুর প্রথমবার দখল গ্রহেণর সময় পুকুরের প্রকৃত দখলে থাকেন সেই ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে ও শর্তে উক্ত মালিককে কালেক্টর যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেই তদন্তের পর, যেইরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ খাজনা প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্তব্যক্তি পুকুরের মালিক এবং প্রকৃত দখলদার, সেইক্ষেত্রে এই উপ-ধারার অধীন কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা প্রদানের আবশ্যকতা নাই তবে এরূপ খাজনার অর্থ পুকুরের উন্নয়ন কার্য সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যয়িত বা ব্যয়িতব্য খরচের অর্ন্তভূক্ত হইবে।]

(২) যেক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন পরিত্যক্ত পুকুরের দখল গ্রহণের সময় পুকুরের মালিক ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি পুকুরের প্রকৃত দখলে থাকেন সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে দখলচ্যুত ব্যক্তিকে, কালেক্টর, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ তদন্তের পর, যেই ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ ক্ষতিপুরণ প্রদান করিবেন।এইরূপে দখলচ্যুত ব্যক্তি উক্ত পুকুরের জন্য যে পরিমাণ খাজনা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিতেন তদপেক্ষা কম হইবে না, এবং তাহা তাহার দখলে হস্তক্ষেপের কারণে উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরসার্বিক ও পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। অর্থের বিনিময়ে যাহাদের উক্ত পুকুরে মৎস্য শিকার, ইত্যাদির অধিকার রহিয়াছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক তাহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান।- যেক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন পরিত্যক্ত পুকুরের দখল গ্রহণের সময় কোন খাজনা বা মূল্যের বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তির পুকুরে মৎস্য শিকার, বা পুকুর পাড়ের বৃক্ষ হইতে ফল বা অন্য কোন উৎপন্ন জিনিষ গ্রহণের অধিকার থাকে, সেক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপ নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে, উক্ত ব্যক্তিকে কালেক্টর, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেই রূপ তদন্তের পর, যেইরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ ক্ষতিপুরণ প্রদান করিবেন। অনুরূপ ক্ষতিপূরণ উক্ত ব্যক্তি পুকুরের মালিককে বা উহার কোন ভাড়াটিয়াকে খাজনা বা মূল্য বাবদ যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিতেন তদপেক্ষা কম হইবে না এবং উহা তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপের কারণে অনুরূপ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সার্বিক ও পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৪। অনুরূপ পুকুরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তলদেশে কৃষি কার্যের জন্য ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তিগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(১) যেইক্ষেত্রে কৃষি কার্যের উদ্দেশ্যে চাষীগণের নিকট পুকুরের তলদেশ বা উহার কোন অংশ ইজারা প্রদান করা হয় সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত চাষীগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন এবং উহার ফলে এরূপ ইজারা বাতিল হইবে। প্রত্যেক চাষীকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কালেক্টর, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ তদন্তের পর যেইরূপ ন্যায্য ও ন্যায়সংগত মনে করিবেন সেইরূপ হইবে। তবে উহার পরিমাণ ইজারার জন্য উক্ত চাষী কর্তৃক প্রদত্ত সালামি অপেক্ষা কম হইবে না।

(২) উপ-ধারা ১ -এর অধীনে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অর্থ ভূমির মালিক যিনি এইরূপ ইজারা প্রদান করিয়াছে। তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে। যদি ভূমির মালিকি উহা প্রদান করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে কালেক্টর সরকারি দাবি হিসাবে মালিকের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া ক্ষমতাপ্রাপ্তব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

[১৪][১৪ক। এই আইনের অধীন দখলকৃত পুকুর সংলগ্ন ভূমিতে যাহাদের অধিকার আছে তাহাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান।-

(১) যেইক্ষেত্রে পরিত্যক্ত পুকুরের কোন মালিক ধারা ৬ক অনুসারে উক্ত পুকুর সংলগ্ন যে ভূমি দখলে গৃহীত হইয়াছে অথবা ধারা ৯(খ) -এর উপধারা ৩ অনুসারে পুনর্দখলে গৃহীত হইয়াছে উক্ত জমির মালিক নন সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে উক্ত ভূমি দখল অথবা পুনঃদখল গ্রহণের সময় উহার দখলদার ব্যক্তিকে কালেক্টর যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ তদন্তের পর যেইরূপ নির্ধারণ করিবেন সেই রূপ ক্ষতিপুরণ প্রদান করিবেন। উক্ত ক্ষতিপূরণ দখলচ্যুত ব্যক্তি উক্ত ভূমির জন্য যে পরিমাণ খাজনা প্রদানে বাধ্য তদপেক্ষা কম হইবে না এবং উক্ত ব্যক্তি তাহার দখলে হস্তক্ষেপের ফলে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে উহার সার্বিক ও পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

---

১৪. ইষ্টবেঙ্গল লজ (সংশোধন এন্ড রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৫০ সনের এর ৫ নং ইস্ট বেঙ্গল আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) যেইক্ষেত্রে পরিত্যক্ত পুকুরের মালিক পুকুর সংলগ্ন কোন ভূমিরও মালিক হন যাহা ধারা ৬ক -এর অধীন দখলে গৃহীত হইয়াছে অথবা ধারা ৯খ -এর উপ-ধারা (৩) -এর অধীন পুনর্দখলে গৃহীত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি-

(ক) উক্ত ভূমি উহার মালিককে প্রকৃত দখলে থাকিলে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, কালেক্টর যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ তদন্তের পর, যেইরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ খাজনা প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ জমির মালিক ও প্রকৃত দখলদার হইলে, এই দফার অধীন কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা প্রদানের আবশ্যকতা থাকিবে না; তবে এইরূপ খাজনার অর্থ পুকুরটির প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্য সম্পাদনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে সকল ব্যয় হয় বা হইতে পারে উহার অর্ন্তভূক্ত হইবে;এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, যাহাকে উক্তরূপ ভূমির ইজারা দেওয়া হইয়াছে তাহাকে, এবং উক্তরূপ দখল গ্রহণ বা পুনর্গ্রহণের সময় যিনি ইজারাদার হিসাবে উহা দখলে রাখিয়াছেন তাহাকে, এবং একই সময়ে যে-কোন পরিমাণের খাজনা বা মূল্য প্রদানক্রমে উক্ত ভূমির উপর কোন অধিকার রহিয়াছে এইরূপ যে-কোন ব্যাক্তিকে, কালেক্টর, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ তদন্তের পর, যেইরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ ক্ষতিপুরণ প্রদান করিবেন, যাহা যাহাকে উহা প্রদান করা হইবে তিনি যে পরিমাণের খাজনা বা মূল্য উক্ত ভূমির মালিককে বা ভাড়াটিয়াকে প্রদান করিতে দায়বদ্ধ থাকিবেন, তৎপেক্ষা কম হইবে না এবং উহা এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের ফলে তিনি যেইপরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হন, তাহার সার্বিক ও পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য হইবে।]

১৫। **পুকুর, ব্যবহার বা দখল ইত্যাদির জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতির প্রয়োজনীয়তা।-** (১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখলে থাকাকালীন সময়ে তাহার অনুমতি ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি পুকুর ব্যবহার করিতে অথবা দখল করিতে অথবা উহার জল পান এবং অন্যান্য গৃহস্থলীর উদ্দেশ্য ব্যতীত,ব্যবহার করিতে অথবা পুকুরটিতে মৎস্য শিকার করিতে, বাস্তুভিটা, বাগান অরচার্ড ভূমি ব্যতীত পুকুর পাড়ের বৃক্ষ হইতে ফল অথবা উহার অন্যান্য উৎপন্ন জিনিস গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) ধারা ৬ক এর অধীন দখলে গৃহীত হইয়াছে অথবা ধারা ৯খ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীনে পুনর্দখলে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ ভূমির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখলে থাকাকালীন সময় তাহার অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি ব্যবহার বা দখল করিতে পারিবেন না অথবা এইরূপ ভূমির বৃক্ষ হইতে কোন ফল অথবা উহার অন্যান্য উৎপন্ন জিনিস গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

[১৫][১৬। **পুকুরের পানি ব্যবহারের অধিকার**।- ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখলে থাকাকালীন সময়ে সেচের উদ্দেশ্যে পুকুরের পানি ব্যবহারের সকল অধিকার তাহার উপর হাতে ন্যস্ত থাকিবে এবং কোন ব্যক্তি, তাহার অনুমতি ব্যতীত, পুকুরের পানির অনুরূপ ব্যবহার করিবেন না।

---

১৫. ইষ্টবেঙ্গল লজ (সংশোধন এন্ড রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৫০ সনের এর ৫ নং ইস্ট বেঙ্গল আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় দফসিলে ধারা-১৬, ১৬ক এবং ১৭ প্রতিস্থাপিত।

১৬ক। **সর্বাধিক সেচ এলাকা**।- (১) যখন ধারা ৫ অথবা ৬ -এর অধীন কোন পুকুরের দখল গ্রহণ করা হয়, তখন কালেক্টর নির্ধারিত পদ্ধতিতে সেচ কার্যে উক্ত পুকুরের পানির ব্যবহার জমির সর্বাধিক কতটুকু এলাকায় বাস্তবসম্মতভাবে ব্যাপ্ত করা যাইবে (অতঃপর এই ধারায় সর্বাধিক সেচ এলাকা বলিয়া উল্লিখিত) উহা নির্ধারণ করিবেন এবং তিনি, নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে, সর্বাধিক সেচ এলাকার চৌহদ্দি নির্ধারণপূর্বক একটি নোটিশ প্রকাশ করিবেন।

(২) সর্বাধিক সেচ এলাকার মধ্যে অবস্থিত, এইরূপ কৃষি জমির প্রত্যেক দখলদার উপ-ধারা (৩) এবং (৪) -এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, দখলের সময়সীমার মধ্যে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধারা ১৭ -এর অধীন নির্দিষ্ট হারে এবং নির্ধারতি পদ্ধতিতে বার্ষিক ফি প্রদানে দায়বদ্ধ থাকিবেন এবং উক্ত দায় সেচের উদ্দেশ্যে সর্বাধিক সেচ এলাকা সংশ্লিষ্ট পুকুরের পানি ব্যবহার না করিবার কারণে অথবা ধারা ১৬খ -এর উপ-ধারা ২-এর অধীন উক্ত পানি ব্যবহারের প্রত্যাক্ষত হওয়ার কারণে রহিত হইবে না।

(৩) সংশ্লিষ্ট যে-কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) -এ বর্ণিত নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন-

(ক) সর্বোচ্চ সেচ এলাকায় কোন জমি অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য;

(খ) সর্বোচ্চ সেচ এলাকা হইতে কোন জমি বাদ দেওয়ার জন্য; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) -এ উল্লেখিত কোন ফি প্রদানের দায় হইতে কোন জমি বা কোন জমির অংশবিশেষ অব্যাহতি প্রদানের জন্য, এই যুক্তিতে যে, নির্ধারিত সর্বোচ্চ এলাকার সংশ্লিষ্ট পুকুর হইতে উক্ত জমিতে সেচ দেওয়া বাস্তবিক সম্ভব নয় কিংবা উক্ত জমি অনুরূপ সেচের দ্বারা উপকৃত হইবে না অথবা উক্ত জমি কৃষি জমি নয়;

এবং কালেক্টর, আবেদনকারীকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে উহা অন্তর্ভুক্তি, বর্জন বা অব্যাহতির আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত নোটিশ প্রকাশের তারিখের পরে ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিক্রান্ত হইবার পর, কালেক্টর স্বীয় উদ্যোগে যে-কোন সময়ে নোটিশ প্রকাশের সময় কৃষি জমি ছিল না তবে পরে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে এইরূপ যে-কোন জমিকে সর্বাধিক সেচ এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন অথবা সর্বাধিক সেচ এলাকার চৌহদ্দী অন্য কোন ভাবে পরিবর্তিত করিতে পারিবেন অথবা কোন জমিকে বা কোন জমির অংশকে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ফি প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে কালেক্টর ধারা ১৬খ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তালিকা পরিবর্তিত করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অন্তর্ভুক্তির, পরিবর্তন বা অব্যাহতি প্রদান সম্পর্কিত আদেশ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং বক্তব্য প্রদান করা হইলে কালেক্টর উহা বিবেচনা করিবেন।

১৬খ। **তালিকা প্রস্তুতকরণ**।- (১) কালেক্টর, যত দ্রুত সম্ভব ধারা ১৬ক এর উপ-ধারা (৩) এর অধীনে প্রদত্ত আবেদন সমূহ নিষ্পত্তি করিবার পর, নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ফি প্রদানে দায়বদ্ধ ব্যক্তিগণের তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বাধিক সেচ এলাকার অন্তর্গত নির্ধারিত জমির পরিমাণ এবং উক্ত ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাৎসরিক কি পরিমাণ ফি প্রদান করিতে হইবে উহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিবে।

(২) কালেক্টর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তালিকা এবং উহাতে আনিত যে-কোন পরিবর্তন প্রকাশ করিবেন এবং, যেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কালেক্টর নন সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত তালিকা ও উক্ত তালিকায় আনিত প্রতিটি পরিবর্তনের একটি অনুলিপি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবেন, যিনি উক্ত তালিকায় যাহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে তাহাদের

প্রত্যেককে উক্ত জমিতে সেচের জন্য উক্ত পুকুরের পানি ব্যবহার করিতে দিবেন, যতক্ষণ উক্ত ব্যক্তির প্রদেয় ফি যথাযথভাবে তদদ্বারা প্রদত্ত হয় এবং অন্যথায় নহে।

(৩) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রস্তুতকৃত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহাদের জমিতে সেচের জন্য উক্ত পুকুরের পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বিবাদ দেখা দিলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত বিবাদ মীমাংসা করিবেন এবং ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১৭। ফি'র হার এবং পরিশোধ।- (১) ধারা ১৬খ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তালিকায় যে-সকল ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকে অথবা তাহার উত্তরাধিকারীগণ প্রতিবৎসর নির্ধারিত পদ্ধতি ও তারিখে, এই ধারার বিধানাবলি অনুসারে মতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ফি প্রদান করিবেন।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদেয় ফি নির্দিষ্ট তারিখের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রদান করা না হয় তাহা হইলে বকেয়া ফি'র উপর উহা প্রদেয় হওয়ার তারিখ হইতে যতক্ষণ ন উক্ত বকেয়া ফি প্রদান করা হয় উক্ত তারিখ পর্যন্ত, বার্ষিক শতকরা ১৬[পনের] ভাগ হারে হিসাব করিয়া সুদ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) যদি এই আইনের অধীন কোন পুকুরের দখল গ্রহণ করা হয় এবং উহার জন্য কালেক্টর কর্তৃক সর্বাধিক সেচ এলাকা নির্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ উক্ত পুকুরের জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট প্রদেয় ফি'র হার হারসমূহ নির্ধারণ করিবেন এবং বিভিন্ন বর্ণনার বা বিভিন্ন সুবিধাসম্বলিত শ্রেণির কৃষি জমির জন্য বিভিন্ন হার নির্ধারণ করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন যে-কোন শ্রেণীর কৃষিজমির জন্য নির্ধারিত হার হইবে নিম্নরূপ -

(ক) নিম্নবর্ণিত সকল ব্যয়িত বা ব্যয়িতব্য খরচ-

(অ) ক্ষমতাপ্রাপ্তব্যক্তি কর্তৃক পুকুর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য, এবং

(আ) পুকুরের বিষয়ে কালেক্টর কর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে;

---

১৬. পুকুর উন্নয়ন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ব্যয়িত বা ব্যয়িতব্য সকল খরচ বার্ষিক শতকরা [১৭][পনের] ভাগ সুদ সহ কালেক্টর কর্তৃক ধারা ৮ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত পুকুরের দখল থাকার অধিকারের সময়কাল হিসাবে নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে আদায় হইবে, এবং

(খ) এই আইনের অধীন পুকুর দখল গ্রহণের সময় যেব্যক্তির পুকুরের পানি ব্যবহারের অধিকার ছিল না সেইব্যক্তির কোন জমিতে সেচের ব্যাপারে প্রদেয় ফি'র হার যে ব্যক্তির এইরূপ অধিকার ছিল তাহার জমিতে সেচের বিষয়ে প্রদেয় ফি'র হার অপেক্ষা বার্ষিক শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অধিক হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে নিযুক্ত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কোন পুকুরের বিষয়ে এই ধারার অধীনে স্থিরীকৃত ফি'র হার সমূহ পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট প্রদেয় অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।]

১৮। **ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুকুর ইত্যাদি ইজারা প্রদানের ক্ষমতা**।- (১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার দখলে থাকাকালীন সময়ে এই আইনের বিধানাবলীর এবং কালেক্টরের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে, যে কোন ব্যক্তির নিকট পুকুরের পাড় সমূহের কোন অংশ অথবা পাড়ের বৃক্ষের ফল অথবা অন্য উৎপন্ন গ্রহণ করার অধিকার বা পুকুরে মৎস্য চাষ এবং মৎস্য শিকারের জন্য দখলকালীন সময়ের অতিরিক্ত নয় অনুরূপ সময়কাল পর্যন্ত ইজারা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ৬ক -এর অধীন দখলে গ্রহণ অথবা ধারা ৯খ এর উপধারা (৩) এর অধীন পুর্নদখলে গ্রহণের সময় কোন ভূমি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখলে থাকাকালীন সময়ে এই আইনের বিধানাবলী এবং কালেক্টরের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তিকে ঐ জমির কোন অংশ অথবা এইরূপ জমির বৃক্ষের ফল অথবা উক্ত জমিতে উৎপন্ন জিনিস গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত দখলের সময়কালের অধিক নহে এইরূপ সময়ব্যাপী ইজারা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত ইজারা বাবদ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট প্রদেয় কোন অর্থ সরকারি পাওনা রূপে আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন প্রদত্ত ইজারা বাবদ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে সকল অর্থ আদায় করিবেন উহা তদকর্তৃক পুকুরের প্রয়োজনীয় উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত বা ব্যয়িতব্য সকল খরচ এবং কালেক্টর কর্তৃক পুকুরটি সম্পর্কে এই আইনের উদ্দেশ্যাবলি পূরণকল্পে ব্যয়িত বা ব্যয়িতব্য সকল খরচ নির্বাহের জন্য বার্ষিক শতকরা [১৮][পনের] ভাগ হারে সুদসহ আদায় করিবে।]

১৯। **এই আইনের বিধান ব্যতীত পুকুর হস্তান্তরে বাধা**।- এই আইনের বিধান ব্যতিত কোন পরিত্যক্ত পুকর অথবা ধারা ৬ -এর অধীন দখলে গৃহীত অথবা ধারা ৯খ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন পুনর্দখলে গৃহীত কোন ভূমি ক্ষমতাপ্রাপ্তব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের বিধানাবলীর অধীন অর্জিত অধিকারের হস্তান্তর, কোন বিক্রয়ে দান, উইল, বন্ধক, ইজার অথবা কোন চুক্তি বা সম্মতি ক্রমে বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

---

১৬. পুকুর উন্নয়ন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৯][১৯ক] **ধারা ১৮ এর অধীন প্রদত্ত ইজারা ভূমিতে দখলিস্বত্ব অর্জনে বাধা**।- [২০][রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাতন্ত্র আইন, ১৯৫০] -এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি ধারা ১৮ এর অধীনে তাহাকে প্রদত্ত ইজারা পুকুরের পাড়ের কোন অংশে বা উহার সংলগ্ন কোন ভূমিতে দখলিস্বত্ব অর্জন করিবেনা এবং এ আইন প্রবর্তনের পর ধারা ১৮ এর অধীনে কোন ইজারা দারা কোন ব্যক্তির নিকট কোন পুকুরের পাড়ের কোন অংশ দখলে থাকিলে তিনি উহার দখলিস্বত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।]

২০। **ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ**।- এই আইনের বিধানাবলীর অধীন পরিত্যক্ত পুকুরের দখল গ্রহণকারী প্রত্যেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহা যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং তিনি যদি কালেক্টরের মতে উহা করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তার প্রতি ধারা ৫ এবং ৬ এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত পুকুরের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ধারা ৩ -এর অধীন নোটিশে নির্ধারিত উন্নয়নের জন্য করা হইয়াছিল অথবা কালেক্টর উপযুক্ত মনে করিলে উক্ত পুকুরের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উহার ব্যয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

[২১][২০ক। **ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বয়ং দখলে গৃহীত পুকুর সংলগ্ন ভূমির যথাযথ শর্তে রক্ষণাবেক্ষণ**।- ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি ধারা ৬ অনুসারে পরিত্যক্ত পুকুর সংলগ্ন কোন ভূমির দখল গ্রহণ করেন অথবা ধারা ৯খ এর উপধারা (৩) অনুসারে যিনি এইরূপ ভূমির পুনর্দখল গ্রহণ করেন, তিনি উহার যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং কালেক্টর যদি মনে করেন যে, উক্ত ব্যক্তি উহা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত মনে করিলে উক্ত ভূমির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া উহার ব্যয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।]

২১। **পুকুরের দখল পুনঃপ্রতিষ্ঠা**।- ধারা ৮ এর বিধানাবলী অনুসারে পরিত্যক্ত পুকুর দখলের সময়সীমা চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হইলে ধারা ২২ উল্লিখিত স্বত্বলিপি অনুসারে যাহারা উক্ত পুকুর যিনি উহার দখল পাইবার অধিকারী তাহার বা তাহার উত্তরাধিকারীগণের দখলে যাইবে এবং ধারা ৬ক অনুসারে কোন ভূমির দখল গৃহীত হইয়াছে কিন্তু ধারা ৯খ বা ধারা ৯গ অনুসারে যাহা ইতিপূর্বে পুনর্দখলে গৃহীত হয় নাই অথবা ধারা ৯খ এর উপ-ধারা ৩ অনুসারে যাহা পুর্নদখলে গৃহীত হয় নাই, উহা ধারা ২২ -এ বর্ণিত স্বত্বলিপি অনুসারে যিনি উহার দখল গ্রহণের অগ্রাধিকারী তাহার বা তাহার উত্তরাধিকারীগণের দখলে ফেরত যাইবে এবং পুকুরের পানি সেচ কার্যে ব্যবহারের অধিকার যাহা ধারা ৫ এবং ৬ অনুসারে সর্বপ্রথম পুকুরের দখল পূর্বে বিদ্যমান ছিল উহাসহ পুকুরের সকল অধিকার পুনুরুজ্জীবিত হইবে এবং অধিকন্তু ভূমির সকল অধিকার যাহা ধারা ৬ক অনুসারে উক্ত ভূমির দখলের সময় অথবা অথবা ক্ষেত্রমত, ধারা ৯খ এর উপধারা (৩) অনুসারে উক্ত ভূমির পুনর্দখল গ্রহণের পূর্বে বিদ্যমান ছিল উহা, ধারা ১৪ অনুসারে কোন অধিকারের জন্য প্রদত্ত ক্ষতিপুরণ ব্যতীত, পুনরুজজীবিত হইবে।

---

১৯. ইষ্টবেঙ্গল লজ (এমেন্ডমেন্ট এন্ড রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৫০ সনের এর ৫ নং ইস্ট বেঙ্গল আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত।
২০. বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন)অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত।
২১. ইষ্টবেঙ্গল লজ (এমেন্ডমেন্ট এন্ড রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৫০ সনের এর ৫ নং ইস্ট বেঙ্গল আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত।

২২। পরিত্যক্ত পুকুরের ক্ষেত্রে স্বত্বলিখিত (Record of Right)।- **(১)** কালেক্টর এই আইনের অধীন পরিত্যক্ত পুকুর হিসাবে ঘোষিত পুকুর সমূহের ব্যাপারে নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে স্বত্বলিপিত প্রণয়ন করিবেন এবং উক্ত ধারা ৬ক -এর অধীনে দখল বা ধারা ৯খ এর উপধারা (৩) এর অধীন পুনর্দখলে গৃহীত এইরূপ পুকুর সংলগ্ন ভূমির বিষয়ে নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে স্বত্বলিপিতে প্রণয়ন করিবেন এবং এইরূপ যে কোন পুকুর অথবা এইরূপ কোন ভূমি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দখলে থাকাকালীন তিনি আবেদনের ভিত্তিতে অথবা স্বউদ্যোগে এইরূপ পুকরের বা এইরূপ ভূমির স্বত্বলিপির কোন ভুক্তিতে সময়ে সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে যোজন বা পরিবর্তন করিবেন।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত স্বত্বলিপির প্রত্যেক ভূক্তি উক্ত ভূক্তিতে উল্লেখিত বিষয় স্বাক্ষ্য প্রমাণ বলিয়া গণ হইবে এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক বিষয় সাক্ষ্য দ্বারা ভুল প্রমাণিত না হওয়া , সঠিক বলিয়া গণ হইবে।

২৩। যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য যাহাকে পুকুরের দখলে পুনর্বহাল করা হয়।- (১) ধারা ২১ -এর অধীন যাহাকে কোন পুকুরের বা পুকুর সংলগ্ন ভূমির দখলে পুনর্বহাল করা হইয়াছে উহার উত্তরাধিকারীগণ, বলবৎ চুক্তি সাপেক্ষে, পুকুরটির অথবা এইরূপ ভূমির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন। কালেক্টরের মতে পুকুরটির সংস্কার (Repair) করা না হইলে অথবা উক্ত ভূমি যথাযথ অবস্থায় রাখা না হইয়া থাকিলে তিনি স্ব-উদ্যোগে বা পুকুর সংক্রান্ত স্বার্থবান কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে এইরূপ ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের উত্তরাধিকারীগণকে পুকুরের যেরূপ সংস্কার বা ভূমির যেরূপ উন্নয়ন কার্যের জন্য তিনি যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ কার্য সম্পাদন করিবার জন্য নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে একটি নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ নির্দেশিত সংস্কার অথবা উন্নয়নকার্য উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নোটিশ জারীর তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কালেক্টরের সন্তুষ্টি মোতাবেক সম্পন্ন করা না হইলে কালেক্টর স্বয়ং উক্ত সংস্কার বা উক্তরূপ উন্নয়ন কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন অথবা উহা সম্পাদনের করিতে অন্য কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

২৪। ব্যয়।- এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে, ধারা ৬ -এর অধীন দখলে গৃহীত কোন পুকুরের অথবা ধারা ৬ক এর অধীন দখলে গৃহীত অথবা ধারা ৯খ -এর উপধারা ৩ এর অধীন পুনর্দখলে গৃহীত কোন ভূমির জন্য কালেক্টর কর্তৃক ব্যয়িত সমুদয় খরচ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিত হইবে এবং ধারা ২৩ -এর অধীন কোন পুকুর সংস্কারের অথবা কোন ভূমির উন্নয়নের সমুদয় ব্যয় উক্ত ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীন যেইরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেইরূপ সময় ও পদ্ধতিতে পুকুরের অথবা এইরূপ ভূমির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিত হইতে হইবে এবং উহা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে উহা সরকারি দাবি হিসাবে কালেক্টর কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে।

২৫। বিবাদের মীমাংসা।- (১) দখল থাকাকালীন সময়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পুকুর সংক্রান্ত যে কোন অধিকার প্রয়োগ এবং উহার পানি ব্যবহার সংক্রান্ত সকল বিবাদ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কালেক্টর কর্তৃক মিমাংসীত হইবে।

(২) ধারা ৬ক এর অধীন দখল বা ধারা ৯খ এর উপধারা (৩) এর অধীন পুনর্দখলে গৃহীত কোন ভূমি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখলে থাকাকালীন উক্তরূপ ভূমি সংক্রান্ত যে কোন অধিকারের প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট বিরুদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে কালেক্টর কর্তৃক মিমাংসীত হইবে।

২৬। ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কার্যব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপিল।- কালেক্টর ব্যতীত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যব্যবস্থা বা সিদ্ধাদ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি কালেক্টরের নিকট আপিল করিতে পারেন, যিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শুনানি দানের সুযোগ প্রদান করিয়া যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

২৭। অন্যান্য আপিল।- (১) জেলা কালেক্টর ব্যতীত, কোন কালেক্টর কর্তৃক এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে জেলা কালেক্টরের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল অথবা অন্যভাবে জেলা কালেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ যে-কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশনারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(৩) কমিশনার কর্তৃক এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে [২২] [সরকার] -এর নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে এইযে, আপিলের ক্ষেত্রে জেলা কালেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ কমিশনার বহাল রাখিলে এই উপধারার অধীন কোন আইনের প্রশ্নে কোন আপিল দায়ের করা যাইবে না।

২৮। ধারা ২৭ -এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের পদ্ধতি।- অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, জেলা কালেক্টর, কমিশনার বা [২৩][সরকার] কর্তৃক এই আইনের ধারা ২৭ এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের পদ্ধতি এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে হইবে।

২৯। দখলে থাকাকালীন দেওয়ানি আদালতের আদেশ কার্যকর না হওয়া।- দেওয়ানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন ডিক্রি অথবা আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন পুকুর বা পুকুর সংলগ্ন কোন জমির দফল বিঘ্নিত, খন্ডিত বা অন্য কোনভাবে পরিবর্তিত হইবে না। অথবা এইরূপ দখলে থাকাকালীন অথবা যে সময়কালে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দখলে সেইরূপ সময় পর্যন্ত কালেক্টর বা কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদত্ত হয় অথবা হইয়াছে এইরূপ কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত বাতিল অথবা পরিবর্তিত হইবে না।

---

২২. বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন)অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
২৩. বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন)অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩০। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারের উপর নিষেধাজ্ঞা।- এই আইনের অধীন কার্যসম্পাদনের ফলে সংঘটিত কোন অনিষ্ট (Injury), ক্ষতি (damage), অথবা লোকসানের (loss) জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া দেওয়ানি আদালতে কোন মামলা করা যাইবে না।

৩১। ভূমি জরিপ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ভূমিতে প্রবেশের ক্ষমতা।- কালেক্টর এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, যে-কোন সময়,তিনি যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ যে কোন ভূমিতে প্রবেশ করিতে এবং উহার জরিপ করিতে বা উহার পরিমাপ করিতে পারিবেন অথবা এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ কার্যাদি করিতে পারিবেন।

৩২। বিবৃতি ও দলিল পেশ করিবার ক্ষমতা।- (১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে-কোন ব্যক্তিকে, নোটিশ দ্বারা, নোটিশে উল্লেখিত নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে, কোন ভূমি বা পুকুর সম্পর্কে তাহার নিকট বিবৃতি প্রদান বা প্রেরণের জন্য অথবা সেই ব্যক্তির দখল বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন রেকর্ড বা দলিল উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২)এই ধারার অধীন বিবৃতি প্রদান বা প্রেরণ অথবা কোন রেকর্ড বা দলিল উপস্থাপন করিবার নির্দেশিত ব্যক্তি [২৪][দন্ডবিধির] ধারা ১৭৫ ও ১৭৬-এ সঙ্গায়িত অর্থে অনুরূপ করিবার জন্য আইনগত বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩৩। বাধ্যতামূলকভাবে সাক্ষী হাজির এবং দলিলাদি পেশ করিবার ক্ষমতা।- কালেক্টর, এই আইনের অধীন যে কোন তদন্তের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পুকুর অথাবা উক্ত পুকুর সংলগ্ন ভূমিতে স্বার্থবান ব্যক্তিসহ যে-কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে তলব করিবার এবং যতদুর সম্ভব দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর অধীন দেওয়ানী আদালতে যে পদ্ধতিতে দলিলাদি পেশ করিবার বিধান রহিয়াছে সেই একই পদ্ধতি উক্ত ব্যক্তিকে দলিলাদি পেশ করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা থাকে।

৩৪। অধস্থন কর্মকর্তাকে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা অর্পণ।- কালেক্টর লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার অধস্থন কোন কর্মকর্তাকে ধারা ৫ -এর দফা (ক) অথবা ৬ক এর উপধারা (১) এর দফা (ক), ধারা ৯খ এর উপধারা (৩) এর দফা (খ) অথবা ধারা ৩১ এর অধীন তাহার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবেন।

৩৫। দন্ড।- কেহ ধারা ১৫ অথবা ধারা ১৬ -এর উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক [২৫][পাঁচ শত টাকা] অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩৬। এই আইনের অধীন কৃত কোন কার্যের জন্য রাজস্ব হ্রাস পাইবে না।- পুকুর অথবা পুকুর সংল্গন কোন ভূমির মালিক, এই আইনের বিধানাবলীর অধীন কৃত কোন কার্যের জন্য, তৎকর্তৃক প্রদেয় রাজস্ব হ্রাস করিবার জন্য সরকারে নিকট দাবি করিবার অধিকারী হইবেন না।

---

২৪. বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন)অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
২৫. পুকুর উন্নয়ন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩৭। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।-

(১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত, এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, এইরূপ বিধিমালায় নিম্ন বর্ণিত সকল বা যে-কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) ধারা ৩ এবং ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশের ফরম এবং ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন, ধারা ৬ক এর উপ-ধারা (১) অধীন এবং ধারা-৯খ এর উপ-ধারা (৩) -এর অধীন আদেশের ফরম এবং ধারা ২২ -এর উপ-ধারা (১) এর অধীন স্বতলিপি ফরম;

(খ) ধারা ৩ -এর এবং ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে নোটিশ জারীর পদ্ধতি এবং ধারা ৪ -এর উপ-ধারা (১)এর অধীন নোটিশ প্রকাশের পদ্ধতি;

(গ) ধারা ৬ -এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশের বিবরণী ও শর্তাবলি;

[২৬][(গগ) ধারা ৬ক এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন আবেদন দাখিলের এবং উক্ত ভূমি যাহার দখলে রহিয়াছে তাহাকে একই উপধারার অনুবিধির অধীন বক্তব্য শ্রবণ করিবার সুযোগ দানের পদ্ধতি;]

(ঘ) ধারা ১২, ধারা ১৩, ধারা ১৪ -এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ১৪ক -এর উপ-ধারা (১) ও (২)] এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় ও পদ্ধতি এবং ধারা ২১ অধীন খরচ।

[২৭][(ঘঘ) সর্বাধিক সেচ এলাকা নির্ধারণের পদ্ধতি এবং ধারা ১৪ক এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সর্বাধিক সেচ এলাকার সীমা নির্দেশের নোটিশ প্রকাশের পদ্ধতি এবং একই ধারা উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন দাখিলে ও ফি প্রদানের ফরম ও পদ্ধতি;

(ঘঘঘ) ধারা ১৬খ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন তালিকার ফরম এবং উহা প্রস্তুত করার পদ্ধতি এবং একই ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীন উক্ত তালিকা এবং উহার প্রত্যেকটি পরিবর্তন প্রকাশের পদ্ধতি;

(ঘঘঘঘ) ধারা ১৭ -এর উপ-ধারা ১ -এর অধীনে ফি প্রদানের পদ্ধতি ও তারিখ;

(ঙ) ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১) -এর অধীন স্বতলিপি তৈরির পদ্ধতি;

(চ) ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীনে বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি;

(ছ) ধারা ২৭ এর অধীন কোন কার্যক্রমে আপিল দায়েরের পদ্ধতি এবং অনুসরণীয় কর্মপদ্ধতি;

(জ) কালেক্টরের এবং ধারা ৩১ এ উল্লিখিত, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কর্মপদ্ধতি ও কার্যব্যবস্থা;

(ঝ) ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন বিবৃতি তৈরি ও প্রদান এবং দলিল উপস্থাপনের জন্য ক্ষমতার প্রয়োগ।

---

২৬. ইষ্টবেঙ্গল লজ (এমেন্ডমেন্ট এন্ড রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৫০ সনের এর ৫ নং ইস্ট বেঙ্গল আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত।
২৭. ইষ্টবেঙ্গল লজ (এমেন্ডমেন্ট এন্ড রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৫০ সনের এর ৫ নং ইস্ট বেঙ্গল আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আব্দুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd